২৬-০৯-১৬ প্রাতঃমুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- নিজেদের থেকে বড়দের সম্মান(regard) করাটাও হল দৈবী গুণ । যারা বুদ্ধিমান(হোশিয়ার), ভালো বোঝাতে পারেন, তাদেরকে অনুসরণ(follow) করতে হবে "

প্রশ্ন -- সত্যযুগে ভক্তির কোনো রীতি-রেওয়াজ নেই কেন?

উত্তর -- কারণ জ্ঞানের সাগর শিববাবা জ্ঞান প্রদান করে সদ্গতিতে পাঠিয়ে দেন। ভক্তির ফল লাভ হয় । জ্ঞান লাভের সাথে সাথে ভক্তির সাথে যেন বিচ্ছেদ(Divorce) ঘটে যায় । যখন হল কিনা জ্ঞানের প্রালব্ধের সময়, তখন সেখানে ভক্তি, তপ, দান পুণ্য করার প্রয়োজন আছে কি ? তখন সেখানে এইসব রীতি-রেওয়াজ হতে পারে না ।

ওম শান্তি । পতিতপাবন শিব ভগবান বলছেন (ভগবানুবাচ) । এখন বাবা বসে বাচ্চাদের জ্ঞান শোনাচ্ছেন । বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে যখন আমি আসি , তখন পতিতদের পবিত্র করার জন্য জ্ঞান শোনাই, এই জ্ঞান আর কেউই শেখাতে পারে না । তারা তো ভক্তি করাই শেখায় । জ্ঞান শুধুমাত্র তোমরা বাচ্চারা , যারা নিজেদের ব্রহ্মাকুমার কুমারী ভাবো , তারাই শিখেছো । দিলওয়ারা মন্দির তোমাদের সামনে রয়েছে । সেখানেও রাজযোগের তপস্যায় সবাই বসে আছে । জগত অম্বাও আছেন আর প্রজাপিতাও আছেন । কুমারী কন্যাও আছে , আবার অধর কুমারীও আছে । বাবা রাজযোগ শেখাচ্ছেন । ওপরে রাজত্বের চিত্রও রয়েছে । বাবা কোনো ভক্তি শেখান না। ভক্তিও তাদের করা হয় , যারা শিখিয়ে গেছেন । কিন্তু তারা জানে না যে রাজযোগ শিখিয়ে কে রাজত্ব স্থাপন করে গেছেন? তোমরা বাচ্চারা জানো যে ভক্তি আলাদা আর জ্ঞান আলাদা। একমাত্র বাবা-ই জ্ঞান শোনান আর কেউই জ্ঞান শোনাতে পারেন না । জ্ঞানের সাগর বাবা, তিনি একজনই । তিনিই এসে জ্ঞানের দ্বারা পতিতদের পবিত্র করেন । আর যেসব সৎসঙ্গ আছে, তারা কেউই জ্ঞান দিতে পারে না । যদিও নিজেদের তারা শ্রী শ্রী ১০৮ জগতগুরু , ভগবানও বলে, কিন্তু এরকম কেউই বলে না যে আমি সকলের পরমপিতা , জ্ঞানের সাগর, তাদেরকে কেউই পরমপিতা বলবে না । সবাই এটা জানে যে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন পতিত পাবন । এই পয়েন্টটা বুদ্ধিতে ভালো ভাবে রাখতে হবে । লোকে বলে ব্রহ্মকুমারীরা ভক্তিকে বিচ্ছিন্ন করে কিন্তু যখন জ্ঞান প্রাপ্ত হয় তখন ভক্তিকে বিচ্ছেদ করতেই হয় । এমন নয় যে যখন ভক্তিতে যায় সেই সময় মনে থাকে যে জ্ঞানের প্রতি বিচ্ছেদ(Divorce) আনছি । না , তখন তোমরা তো অটোমেটিক্যালি (automatically) রাবণ রাজ্যে এসে যাও। এবার তোমরা বুঝতে শিখেছো যে বাবা আমাদের রাজযোগ শেখাচ্ছেন । রাজযোগ হল জ্ঞান, একে ভক্তি বলা যাবে না । ভগবান হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনি কখনও ভক্তি শেখান না । ভক্তির ফলই হল জ্ঞান । জ্ঞানের দ্বারাই হয় সদ্গতি । কলিযুগের অন্তিম সময়ে সকলেই দুঃখী হয়, সেইজন্য এই পুরানো দুনিয়াকে দুঃখধাম বলা হয় । এইসব কথা এখন তোমরা বুঝতে পারছো। বাবা এসেছেন ভক্তির ফল দিতে অর্থাৎ সদ্গতি দিতে । রাজযোগ শেখাচ্ছেন । এটা হল পুরানো দুনিয়া, যার বিনাশ হতেই হবে। আমাদের নতুন দুনিয়ায় রাজত্ব নিতে হবে। এটা হল রাজযোগের জ্ঞান। এই জ্ঞান শেখান একমাত্র পরমপিতা

পরমাত্মা শিব। তাঁকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয় , কৃষ্ণকে নয় । কৃষ্ণের আলাদা মহিমা রয়েছে । অবশ্যই পূর্ব জন্মে তিনি এমন কোনো সুকর্ম করেছিল যার ফলে তিনি রাজকুমার হয়েছেন ।

এখন তোমরা জানো যে আমরা রাজযোগের জ্ঞান ধারণ করে নতুন দুনিয়া স্বর্গের রাজকুমার রাজকুমারী হবো । স্বর্গকে সদ্গতি আর নরককে দুর্গতি বলা হয় । আমরা নিজের জন্যই রাজ্য স্থাপন করছি । বাকী যারা এই জ্ঞান গ্রহণ করবে না, পবিত্র হবে না, তারা রাজধানীতে আসবে না। কারণ সত্যযুগে জনসংখ্যা খুব অল্পই হবে । কলিযুগের অন্তিমে যে এত মানুষের সংখ্যা, তারা সবাই মুক্তিধামে থাকবে । কেউ হারিয়ে যায় না, সবাই ঘরে ফিরে যায় । এখন তো বাচ্চাদের নিজেদের ঘর স্মরণে থাকে যে এবার চুরাশী জন্মের চক্র পুরো হচ্ছে । নাটক এখন শেষের দিকে । অনেক বার পরিক্রমা হয়েছে । এইসব তোমরা ব্রাহ্মণ বাচ্চারাই জানো । সমানে ব্রাহ্মণ তো হয়েও যাচ্ছে । ১৬১০৮ এর মালা হয় । সত্যযুগে তো বেশী হবে না । সত্যযুগের মডেলও তো তোমাদের দেখানো হয়েছে , তাই না! বড় জিনিসের মডেল তো ছোটোই হয় । যেমন সোনার দ্বারকা(দ্বারিকা) দেখানো হয় । বলা হয় দ্বারকায়(গুজরাতের একটি নগর) কৃষ্ণের রাজ্য ছিল । এবার দ্বারকায় বলা হবে নাকি দিল্লিতে বলা হবে ? যমুনার উপকন্ঠ তো এখানে দিল্লিতে আছে । সেখানে তো সাগর আছে । বাচ্চারা এইসব বোঝে যে যমুনার উপকন্ঠেই রাজধানী ছিল । দ্বারিকা রাজধানী নয় । দিল্লিই প্রসিদ্ধ । যমুনা নদীও দরকার । যমুনা নদীর মহিমা অনেক । পরিস্তান দিল্লিকেই বলা হয় । বড় গদী অর্থাৎ রাজ সিংহাসন দিল্লিতেই হবে । এখন তো বাচ্চারা বোঝে ভক্তি মার্গ শেষ হয়ে জ্ঞান মার্গ আসে । দৈবী রাজধানী স্থাপন হচ্ছে । বাবা বলেন যে পরে গিয়ে তোমরা বাচ্চারা সবকিছু জানতে পারবে । কে কে পাস করবে । স্কুলেও যেমন বোঝা যায় , অমুক অমুক এতো নম্বরে পাস হয়েছে । তারপর তারা পরবর্তী ক্লাসে যায় । এইসবও পরে জানা যাবে । কে কে উত্তীর্ণ হবে , যারা ট্রান্সফার(সত্যযুগে) হবে । ক্লাস তো বড়, তাই না! এ হল বেহদের ক্লাস । সেন্টারের সংখ্যাও দিন দিন বাড়তেই থাকবে । অনেকেই সাতদিনের কোর্স ভালো ভাবে করবে ।দু'এক দিনের কোর্সও কম হয় না। দেখে যে কলিযুগের বিনাশ তো সামনে দাঁড়িয়ে, এখন সতোপ্রধান হতে হবে । বাবা বলছেন বুদ্ধিযোগ আমার সাথে লাগালে সতোপ্রধান হয়ে যাবে । পবিত্র দুনিয়ায় আসবে, প্রত্যেককে নিজ নিজ ভূমিকায় অভিনয় তো করতেই হবে । যেমন ড্রামায় কল্প পূর্বেও করে এসেছো । ভারতবাসীই রাজত্ব করতো, তারপর বৃদ্ধি হতে থেকেছে । ঝাড়ও (কল্পবৃক্ষ) বৃদ্ধি পেতেই থাকবে । ভারতবাসীই হল দেবীদেবতা ধর্মের। কিন্তু পবিত্র না হওয়ার কারণে তারা পবিত্র দেবতাদের পূজো করে । যেমন ক্রিশ্চানরা ক্রাইষ্টের পূজো করে । আদি সনাতন দেবী-দেবতা হয়-- সত্যযুগে। সত্যযুগের স্থাপনা বাবা-ই করেন । বরাবর সত্যযুগে দেবতাদেরই রাজ্য ছিল । তো অবশ্যই তারা এক জন্ম পূর্বে পুরুষার্থ করেছে । আর সেই সময়টা সঙ্গমই হয়। পুরানো দুনিয়া পরিবর্তন হয়ে নতুন দুনিয়া হয় । কলিযুগ পরিবর্তন হয়ে যখন সত্যযুগ আসে তখন অবশ্যই কলিযুগে নিশ্চয়ই সবাই পতিত হয় । বাবা তো বোঝাচ্ছেন এই যে তোমরা লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র ছাপাও বা তাদের ওপর যে সাহিত্য(literature) ছাপানো হয়, সেইখানে লিখে দেওয়া দরকার যে এঁনারা সহজ রাজযোগের জ্ঞান দ্বারা পূর্ব জন্মে পুরুষার্থ করেছিলেন । শুধু রাজা রানী তো হবে না, তার সাথে প্রজাও থাকবে । অজ্ঞান কালে তো মানুষ কিছুই জানে না, শুধুমাত্র পূজা করতে থাকে । এখন তোমরা বোঝো যে যারা পূজো করে , তারা শুধু লক্ষ্মী-নারায়ণকেই দেখতে থাকে । তাতে জ্ঞান কিছুই নেই । লোকে বোঝে ভক্তি ছাড়া নাকি ভগবানকে পাওয়া যায়না । যদি তোমরা বলো যে ভগবান এই ধরায় এসেছেন তো সবাই তোমাদের ওপর হাসতে থাকে । ভগবান তো

কলিযুগের অন্তিম সময়ে আসবেন, এখন কোথা থেকে আসবেন ! কলিযুগের অন্তিম সময় কেন বলা হয় , এটাও বোঝে না । তারা তো কৃষ্ণকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে ! মানুষ কিছু না বুঝেই যা মনে আসে তাই বলে দেয় । এইজন্য বাবা বলেন, তোমরা একদম অবুঝ হয়ে গেছো! বাবাকেও সর্বব্যাপী বলে দেয় । বাইরে থেকে ভক্তিকে খুবই সুন্দর দেখায় । ভক্তির আকর্ষণ(চমক) অনেক । তোমাদের কাছে তো কিছুই নেই । সৎসঙ্গ ইত্যাদিতে গেলে সেখানে অনেক শব্দ-- গান-কীর্তন এসব শুনতে পাবে । এখানে তো বাবা রেকর্ড বাজানোও পছন্দ করেন না । পরে হয়তো এসবও বন্ধ হয়ে যাবে ।

বাবা বলেন-- এইসব গানের সার তোমাদের বোঝানো হয় । এসবের তোমরা অর্থও বোঝো । এইসব হল জ্ঞানের পাঠক্রম । বাচ্চারা জানে আমরা রাজযোগ শিখছি । যদি কম পড়াশোনা করবে তাহলে প্রজায় চলে যাবে । এইজন্য যারা বুদ্ধিমান তাদের অনুসরণ করা উচিত । কারণ তাদের মনোযোগ পড়াশোনায় বেশী থাকে , তাই তাদের কাছ থেকে বেশী লাভ হবে । যারা ভালো বোঝাতে পারে তাদের কাছ থেকে শেখা উচিত । যারা ভালো বোঝায় , সেন্টারে তাদেরকেই বেশী স্মরণ করে, তাই না! ব্রহ্মাকুমারী উপস্থিত থাকলেও তবু বলে অমুক, আসুক কারণ তার বুদ্ধি খুব প্রখর । এইরকম হলে তো তাঁকে সেই রূপ সম্মানও দিতে হয় । এইভাবে বড়দেরও সম্মান করতে হয় । আমাদের থেকে জ্ঞানে ইনি তীক্ষ্ণ, অবশ্যই ইনি উচ্চ পদ লাভ করবেন । এইসবে অহঙ্কার আসা উচিত নয় । বড়দের যথাযথ সম্মান দিতে হয় । প্রেসিডেন্টের অনেক বেশী নিশ্চয়ই বেশী সম্মান । প্রত্যেকের নম্বর অনুযায়ীই সম্মান হয়। একে অপরের প্রতি সম্মান তো দিতে হয়, তাইনা । ব্যারিষ্টারেও নম্বরের ভিত্তিক হয় । বড় বড় কেস-এ (case) বড় বুদ্ধিমান উকিল নেওয়া হয়। কেউ কেউ তো আবার লাখ লাখ টাকা দিয়েও কেস চালাতে থাকে । তার মধ্যেও অবশ্যই ক্রম রয়েছে । আমাদের থেকে বুদ্ধিমান হলে তাকে অবশ্যই সম্মান দেওয়া উচিত । সেন্টার সামলাতে হয় । সব কাজও করতে হয় । বাবাকে তো সারাক্ষণ খেয়াল রাখতে হয় তাই না ! প্রদর্শনীর আয়োজন কীভাবে করা যায় , সে সব দিকেও পুরো মনোযোগ দিতে হয় । আমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান কীভাবে হতে পারি । বাবা আসেনই সতোপ্রধান বানাতে । বাবা-ই হলেন পতিতপাবন । এখানে আবার বলা হয় পতিতপাবনী গঙ্গা, যেখানে জন্ম জন্মান্তর ধরে স্নান করা হয় , কিন্তু কেউই পবিত্র হয় না । এসব হল ভক্তি । এদিকে বলে হে পতিতপাবন এসো । তিনি একই বার আসেন আর সঙ্গমেই আসেন । প্রত্যেকের নিজস্ব রীতি-রেওয়াজ রয়েছে । যেমন নেপালে অষ্টমীতে বলি হয় । ছোটো ছোটো বাচ্চাদের হাতে বন্দুক দিয়ে চালানো হয় , সেটাই আবার দেবীর কাছে উৎসর্গ করা হয় । বড় হবে তো একই কোপেই বাছুর কাটবে । কেউ যদি এক কোপে না পারে, এক কোপে না মরে, তবে সেই বলি দেবীকে উৎসর্গ করা হবে না । সবই হল ভক্তি মার্গের কথা । প্রত্যেকের নিজ নিজ কল্পনা । কল্পনার ওপরেই অনুসরণকারী (followers) তৈরী হয় । এখানে হল সবই একেবারে নতুন কথা । এসব তো বাচ্চারাই বুঝতে পারবে। এক বাবা-ই বসে সৃষ্টির আদি মধ্য অন্তের জ্ঞান শোনান । তোমরা এ সব কথা জেনে খুশী হও যে আমরা হলাম স্বদর্শন চক্রধারী, আর কেউ এসব বোঝে না । সভায় যদি তোমাদের বলি-- সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ কুল ভূষণ , স্বদর্শন চক্রধারী, তাহলে তার অর্থ তোমরাই অর্থ বুঝতে পারবে। কিন্তু নতুন যদি কেউ থাকলে তারা হকচকিয়ে যাবে যে-- কি বলল ? স্বদর্শন চক্রধারী তো বিষ্ণু ! এসব তো নতুন কথা, তাই তোমাদের বলা হয় যে, বাইরে সেবার ময়দানে এসো, তখন বুঝতে পারবে।

তোমাদের হল জ্ঞান মার্গ । তোমরা পাঁচ বিকারের ওপরে বিজয় লাভ করো । এই অসুরদের (পাঁচ বিকারদের) সাথে তোমাদের লড়াই। তারপর তোমরা দেবতা হও, আর কোনো লড়াইয়ের ব্যাপার নেই । যেখানে অসুর থাকে সেখানে দেবতা থাকে না । তুমি হলে ব্রাহ্মণ, দেবতা হওয়ার পথে পুরুষার্থ করছো । রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞে ব্রাহ্মণ অবশ্যই দরকার । ব্রাহ্মণ ছাড়া এই যজ্ঞ হবে না । রুদ্র হলেন শিব , তাহলে কৃষ্ণের নাম কোথা থেকে আসছে ! তোমরা হলে এই দুনিয়ার থেকে একেবারেই আলাদা (ন্যারা) আর সংখ্যায়ও তোমরা হলে অল্প । বলা হয় যে চড়ুই পাখিরা নাকি সাগরকে গিলে ফেলেছিল। এইরকম কত গল্প গাথা শাস্ত্রে আছে । বাবা বলেন এইসব ভুলে এবার মামেকম্ স্মরণ করো । আত্মাই বাবাকে স্মরণ করে । বাবা তো হলেন একজন-ই, তাইনা! হে পরমাত্মা, বা হে প্রভু যখন বলে, সেই সময় লিঙ্গও স্মরণে আসে না । শুধুমাত্র ঈশ্বর বা প্রভু বলে ডাকে । আত্মারা বাবার কাছ থেকে আধা কল্প সুখ লাভ করেছে, তাই তারা ভক্তি মার্গেও স্মরণ করেছে । এখন তোমাদের জ্ঞান লাভ হয়েছে যে-- আত্মা কি ? পরমাত্মা কি ? আমরা সব হলাম মুলবতনের অধিবাসী । সেখান থেকে ক্রম অনুসারে পার্ট প্লে করতে আসে । প্রথমে আসেন দেবীদেবতারা । বলাও হয় যে, খ্রীষ্টের আগে দেবীদেবতা ধর্ম ছিল । পাঁচ হাজার বছরের কথা । তারা বলে দেয়-- পঞ্চাশ হাজার বছরের পুরোনো জিনিস, কিন্তু পঞ্চাশ হাজার বছরের পুরোনো জিনিস কখনও পাওয়া যায় না । ড্রামা হলই পাঁচ হাজার বছরের । মুখ্য ধর্মই হল এটা । ঘরবাড়ি যা কিছু পাওয়া গেছে, সে সবই হল এই ধর্মের লোকেদের । আগে ছিল রজোগুণী বুদ্ধি, আর এখন তো আরোই তমোগুণী বুদ্ধি হয়েছে । প্রদর্শনীতে তো কত বোঝানো হয় কিন্তু কেউ থোড়াই বোঝে । ব্রাহ্মণদেরই স্যাপলিং লাগবে । তাই বাচ্চাদের বোঝানো হয়েছে যে জ্ঞান আলাদা আর ভক্তি হল আলাদা । জ্ঞানের দ্বারা সদ্গতি হয় । এইজন্য বলাও হয় হে পতিতপাবন এসে দুঃখ থেকে আমাদের উদ্ধার করো । তারপর গাইড হয়ে সাথে করে নিয়ে যাবেন । বাবা এসে আত্মাদের নিয়ে যান । দেহ তো সব এখানেই শেষ হয়ে যাবে । বিনাশ হবে তো ! শাস্ত্রে তো এক মহাভারতের লড়াইয়ের কথা বলেছে । বলাও হয় যে এ হল সেই মহাভারতের লড়াই । সেই লড়াই তো লাগবেই। সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে থাকো। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়ার রাস্তা তো এই একটাই। বাবা বলেন--মামেকম্ স্মরণ করো তো বিকর্ম বিনাশ হবে আর আত্মা আমার (শিববাবার) সাথে চলে যাবে । সবাইকে বার্তা দিলে অনেকের কল্যাণ হবে । আচ্ছা--

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি (সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) যারা পড়াশোনায় বুদ্ধিমান(হোশিয়ার), ভালো বোঝাতে পারে-- তাদের সঙ্গ করতে হবে । তাদের সম্মান করতে হবে , কখনও অহঙ্কার করবে না ।

২) জ্ঞানের নতুন নতুন পয়েন্টকে ভালো ভাবে বুঝতে হবে আর বোঝাতে হবে । এই খুশিতে থাকতে হবে যে আমরা হলাম স্বদর্শণ চক্রধারী ।

বরদান --: সরলতার(ভোলাপন) সাথে সর্বশক্তির অধিকারী(almighty authority) হয়ে মায়াকে মোকাবিলা করতে সমর্থ শক্তি স্বরূপ ভব!

অনেক সময়ে সরলতা আমাদের ক্ষতি করে । সরলতা ভোলা(innocence) রূপ ধারণ করে । কিন্তু এমন ভোলা বা সরল হওয়া উচিত নয় যাতে কোনো কিছু মোকাবিলাই করতে না পারো। বাবা যেমন ভোলানাথ হওয়ার সাথে হলেন সর্বশক্তির অধিকারী(Almighty Authority)। সেইরকম তোমরাও সরলতার(ভোলাভাব) সাথে সাথে শক্তি স্বরূপ হও, তাহলে মায়ার গোলা তোমাকে আঘাত করতে পারবে না। বরং মায়া মুখোমুখি হওয়ার পরিবর্তে নমস্কার করবে ।

স্লোগান -- তোমার হৃদয়ে স্মরণের পতাকা উত্তোলন করো, তবে প্রত্যক্ষতার পতাকা উত্তোলিত হতে থাকবে ।